প্রফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও

কাহিনীঃ সত্যজিৎ রায়

ছবিঃ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়   ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কী সৌভাগ্য...
অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করার।
বসুন।

দেশে-বিদেশে কত নাম শুনেছি আপনার... এই ছোট শহর গিরিডিতে বসে আপনি যে কাজ করে চলেছেন তার তুলনা হয় না।

আমিও থাকি হাজারিবাগে...অথচ দু'জনের কখনও দেখা হয়নি...

আমি একটু ঘুরে আসছি বাবু।

আপনার ল্যাবরেটরিটা দেখার খুব ইচ্ছে হল...
হ্যাঁ...আপনি ফোনে তো ল্যাবরেটরি দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন...আসুন।

ল্যাবরেটরির গন্ধ ঠিক বুঝেছেন...

আমার খাতা ঘাটতে দিচ্ছি না।

এখন শরীর ভাল আছে তো?
অনেকটা ভাল। আপনি ভাল আছেন?
হ্যাঁ।
ভেরি ইন্টারেস্টিং!
অদৃশ্য হওয়া!

হা...ইউ স্কেয়ার্ড মি। আপনি যে কখন চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি বুঝতে পারিনি।

দেখুন, আমি এইমাত্র একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে একটা দুঃসংবাদ রয়েছে। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, আজ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।

ইট্স গুড ওয়ার্ক। গুড।

প্লিজ়...

আমি যে সব তথ্য বছরের পর-বছর চিন্তা করে, অঙ্ক কষে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবিষ্কার করেছি, তা কেউ এত সহজে জেনে ফেলবে এটা আশা করাটাই তো অন্যায়।

রি রিং

হ্যালো...
প্রোফেসর শঙ্কু বলছেন?
বলছি।

আপনি যে অদৃশ্য হওয়ার উপায় আবিষ্কার করার কাজ করছেন, তাতে আমি মোটেই ইমপ্রেসড হইনি।
বটে?

হ্যাঁ। আমি নিজেই এক আশ্চর্য উপায় আবিষ্কার করতে চলেছি, তার মূল্য অনেক বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার আবিষ্কারের কথা প্রচার করব।
বেস্ট অফ লাক!

দু'ঘণ্টা অদৃশ্য হয়ে থাকা গেল...অনুপানে তফাত করে অদৃশ্য থাকার সময় বাড়ানো-কমানো যায়।

যে দু' মিনিট তরফদার আমার খাতা খুলে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেই কি তিনি নিজে কাজ করে খোদার উপর খোদকারি করতে চলেছেন?

তুই পারবি। অদৃশ্য হওয়ার সমস্ত ফরমুলা আমায় এনে দিতে!

আমার কাছে থাকতে কোনও আপত্তি হবে
বলে মনে হয় না।
এ পাখি ঘরে রাখলে ঘর আলো হয়ে যাবে।

?

ফ্যা আ আ

মিউ

এ কী পাখি গো? কোথায় পেলেন?

বাগানে।
বাগানে? কোনও দিন চোখে পড়েনি।

এর নাম ম্যাকাও। দুটো ক্রিম ক্র্যাকার দে তো। পরে ফলমূল জোগাড় করা যাবে।

ল্যাবরেটরিতেই আমার অধিকাংশ সময় কাটে। চোখে-চোখে রাখার সুবিধে হবে।

কী কর্‌রচ?
কী কর্‌রচ?
কী কর্‌রচ?
এমন স্পষ্ট কথা পাখির মুখে কখনও শুনিনি।

ওটা কী?
ওটা কী?

হাসির কী?
হাসির কী?

না, এঁকে সিরিয়াসলি না নিলে বোধ হয় ইনি অসন্তুষ্ট হবেন।
এতে একটা ওষুধ আছে। সেটা যে খাবে, সে অদৃশ্য হয়ে যাবে।
বটে? বটে?

এখন খেলে ঘণ্টাপাঁচেকের জন্য অদৃশ্য। অনুপানে তফাত করলে সময় বাড়ানো-কমানো যেতে পারে।

হুঁ।

ওষুধে কী? ওষুধে কী?

এক্সট্র্যাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকারবোনেট। বাবুইয়ের ডিম। গাঁদালের রস আর টিনচার আয়োডিন।

তুমি এমন আশ্চর্য কথা বলতে শিখলে কোথায়?

পড়ে পাওয়া এই বিচিত্র পাখি যে আবার কথা বলতে পারবে, এ তো ভাবাই যায়নি। এটা একেবারে ফাউ।

পাখিকে খেতে দিয়েছিস?
হ্যাঁ। দুটো পেয়ারা দিলাম। খুব আনন্দ করে খেল।

...বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস
?

...টিনচার আয়োডিন

এক্সট্র্যাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকারবোনেট, বাবুইয়ের ডিম...

গুড নাইট
বুয়েনা নোচে

স্প্যানিশ। এর আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা...তবে গিরিডিতে এল কী করে?

ম্যাকাওয়ের বুদ্ধির কথা জানি...এই বাকশক্তি! আর স্মরণশক্তি! অত্যাশ্চর্য পাখি!
টিনচার আয়োডিন!
টং
টং টং টং

ইয়েস!
ইয়েস!
কুইই

ক র র র

সতেরোটি ভাষা জানা অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ম্যাকাও। সার্কাসে খেল দেখাত এক বাজিকর। ইট্‌স থ্যাঙ্কস টু মি অ্যান্ড ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং টু সায়েন্স...
ক্য আ আ

আজ আমার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে তোর যে সামান্য কনট্রিবিউশন রয়েছে। হিস্ট্রি উইল রিমেম্বার ইউ ফরএভার!

!

আমার ফরমুলা
অন্যদের দিবি?
স্মৃতিশক্তি খানখান করে ছাড়ছি।

ইউ
গম
মিসড্! তোকে ফিরে এসে দেখছি।
শঙ্কুর সমস্ত নোটস্ নিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করব হাঃ! হাঃ!

স স স স স
!
যাঃ!
আই উইল বি
ওয়ান্ড ফেমাস!

নো ওয়ান ক্যান
স্টপ মি নাও।
?

এই খাতাগুলো
আমার প্রাণ
এতে রয়েছে আমার
চল্লিশ বছরের বৈজ্ঞানিক
জীবনের সমস্ত ফলাফল।

আঃ !
কঁ্যা আ আ
ম্যাকাও গজাননকে অ্যাটাক করেছে।
যাঃ ! যাঃ !
ইউ
আঁ র র !

হ্ হ্ হ্ হ্

বুয়েনা দিয়া! বুয়েনা দিয়া!

গুড মর্নিং...ব্যাপার কী?
ফিরেচি। ফিরেচি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, থুড়ি, শুনতে পাচ্ছি।
চোর-চোর! জোচ্চোর-জোচ্চোর!
কে?

তরফদাররর!
তাকে তুমি চিনলে কীভাবে?

... ও ব্রাজ়িলের এক বাজিকরের থেকে চুরি করে এনেছে তোমায়?
চোর, চোর!

তা হলে তোমার এই বুদ্ধি আর বাকশক্তির ব্যাপারে তরফদারের কোনও কৃতিত্ব নেই?
নেই-নেই!

বেশ তো থাকো না। আর কোনও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দোস্তি নেই তো?

নেই-নেই। শুধু তোমার সঙ্গে! হাঃ! হাঃ!

থ্যাঙ্ক ইউ!

গ্রসিয়া, গ্রসিয়া!

সমাপ্ত